MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

বাংলাদেশী মুসলমানদের প্রতি আমাদের

দাওয়াত

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

একনজরে এম.সি.এ

'এমসিএ' বা মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন হলো গ্রেট বৃটেনে বাংলাদেশী মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ একটি দাওয়াতী প্লাটফর্ম। এটি কেবল বাংলাদেশী নয়, বরং বৃটেনবাসী মুসলমানদেরকে সত্যিকার মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা এবং মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব পালনে তাদেরকে উৎসাহিত করার এক দাওয়াতী মিশন।

এমসিএ বাংলাভাষীসহ সকল মুসলমানদের মধ্যে স্থানীয় ও বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে গঠিত একটি সংগঠন। ইংল্যান্ডসহ গোটা ইউরোপ জুড়ে ওলামা-মাশায়েখ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা চালানোই এর প্রধানমত কাজ।

দাওয়াতের অংশ হিসেবে বাংলাভাষী ছাড়াও অমুসলিমদের কাছে স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরার জন্য আমরা ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে দাওয়াতী কাজ করে থাকি। তাই সহজ-সরল ভাষায় মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আমাদের এ 'দাওয়াহ বুকলেট'। এটি আপনাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও এম.সি.এর পরিচিতি জানতে সাহায্য করবে বলে আশা করি।

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস

ঈমান বা বিশ্বাস: ঈমান আরবী শব্দ, এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস। পারিভাষিক অর্থ হলো, 'না দেখে আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা'। তাছাড়া 'আল্লাহর ফেরেস্তা, আসমানী কিতাব সমূহ, নবী-রাসূল, তাকদীর, বিচার দিবস এবং পরকালীন অনন্ত জীবনকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা'।

আল্লাহ: একক মহাশক্তিধর সত্তার নাম আল্লাহ, যিনি সবকিছুর একক স্রষ্টা এবং একচ্ছত্র মালিক। যার মালিকানার মধ্যে কারো কোন অংশ নেই। তিনি কারও কাছ থেকে জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি। যার সমকক্ষ কেউ নেই। এ কথাগুলো কেউ বিশ্বাস করুক বা নাই করুক তিনিই মহান আল্লাহ। মানব জাতিসহ গোটা সৃষ্টি জগতের মালিক তিনিই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।

নবী-রাসূল: যুগে যুগে সৃষ্টির সেরাজীব মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার জন্যে আল্লাহ যাঁদেরকে তাঁর বাণী সহকারে পাঠিয়ে ছিলেন তাঁরাই নবী বা রাসূল। তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে মানুষের কাছে আল্লাহর কথাগুলো হুবহু পৌঁছিয়ে থাকেন।

কিতাব: আল্লাহ যে বাণীসমূহ তাঁর পক্ষ থেকে নবীদের মাধ্যমে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন; তার বড়গুলোকে কিতাব এবং ছোটগুলোকে ছহীফা বলে। কুরআনের পূর্বে প্রেরিত সকল কিতাব বা ছহীফাকে বিলুপ্ত করে সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে আল্লাহ চূড়ান্ত যে কিতাব পাঠিয়েছেন তার নাম আল-কুরআন। যা নির্ভুলভাবে এসেছে এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত 'আপডেটেড ইনফরমেশন' হিসেবে হুবহু কার্যকর থাকবে।

ফেরেশতা: আল্লাহ তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা বর্ণনা ও মানুষের কৃতকর্মের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য যে জাতি সৃষ্টি করেছেন তাদের নাম ফেরেশতা। তাঁরা মানুষের অদৃশ্যে থাকেন এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালনে বাধ্য থাকেন।

ক্বাদর বা তাকদীর: মানুষকে সৃষ্টি করার সাথে সাথে তার ভাগ্যে যা কিছু রয়েছে, তা তিনি জন্মের পর ব্যক্তির সঙ্গে করে ঝুলিয়ে দেন। সেখান থেকে বার্ষিক, মাসিক বা দৈনিকভাবে তা পুনর্বন্টন করা হয় এবং সে অনুযায়ী সে তা করে যায়, এরই নাম 'ক্বাদর'। এটি মানুষের অজানা তথ্য হলেও এর প্রতি বদ্ধমূল বিশ্বাস রাখা প্রকৃত মু'মিনের দায়িত্ব।

পূণর্জীবনঃ মানুষসহ সকল জীব মারা যাওয়ার পর আল্লাহ পুণর্জীবন দান করবেন। তাদের মধ্যে পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া সবকিছুর সঠিক ফায়সালা করার জন্যে তাদেরকে পূণরায় সৃষ্টি করে জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচারের সম্মুখীন করবেন।

পরকালঃ এ বিচারকার্য সমাধা করার জন্য প্রয়োজন এমন একটি স্থান এবং কালের, যা পৃথিবী ধ্বংস হবার পর অনুষ্ঠিত হবে। সকল প্রাণীকে তাদের বিচারের পর ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তবে মানুষ ও জ্বীনকে বিচারের জন্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত আটকে রাখা হবে। সে প্রশাসনিক বিচারকার্য শেষে স্ব স্ব ব্যক্তিকে তার নির্ধারিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেই দীর্ঘ সময়ের আনুষ্টানিকতার নাম হচ্ছে আখেরাত বা পরকাল।

ইবাদতঃ আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। ইবাদতের অর্থই হচ্ছে মানুষ যেন তাঁর মালিকের হুকুম মত সমগ্র জীবন পরিচালনা করে। যারা সঠিকভাবে তাঁর কথামত ইবাদতের এ কাজটি আঞ্জাম দেবে, তারাই তাঁর মু'মিন বান্দাহ। ইবাদতের এ মৌলিক কাজটি চার ধরণেরঃ

১. সালাত বা নামাযঃ স্রষ্টার উপর খাঁটি ঈমান আনার পর যেসব নির্দেশনা তার উপর বর্তায় তারই প্রথম হচ্ছে সালাত বা নামায। তাই একজন ঈমানদারের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করা ঈমানের দাবী। যার সালাত ঠিক তার সব ঠিক।

২. যাকাতঃ ঈমানদারের উপর আরোপিত দ্বিতীয় জরুরী করণীয় নির্দেশ হচ্ছে যাকাত প্রদান। কারও কাছে বছর শেষে অতিরিক্ত যে সম্পদ জমা থাকবে, তার আড়াই শতাংশ অভাবীদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া ও নির্ধারিত খাতে তা ব্যয় করার নামই হচ্ছে যাকাত।

৩. সাওম বা রোযাঃ পূরো রামাদান মাস 'সাওম' পালন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অন্যতম ফরয ইবাদত। মু'মিন ব্যক্তির দেহের পঞ্চেন্দ্রীয়কে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রেখে শেষরাত বা ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সারাদিন পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোজা। সাওম পালনে মুমিনের মধ্যে তাক্বওয়া সৃষ্টি হয়।

৪. হজ্জঃ আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণসহ নির্ধারিত অনুষ্ঠানাদি পালন করাকে হজ্জ বলে। একজন মু'মিনের কাছে অতিরিক্ত সম্পদ ও কা'বা ঘরে যাওয়ার মত দৈহিক সামর্থ থাকলে তাঁর উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। এটি ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ এবং তা আদায় না করা কঠিন পাপ।

ইসলামে বহুল প্রচলিত শব্দাবলী

মসজিদঃ মুসলমানদের দৈনিক ৫ বার ও জুমুআর সালাত আদায় করা এবং ইসলামের শিক্ষা ও প্রশিক্ষন দানের স্থানকে মসজিদ বলা হয়।

ইমামঃ সালাত ও ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মসজিদের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ইমাম।

মাদ্রাসাঃ মাদরাসার শাব্দিক অর্থ হলো শিক্ষা গ্রহণ বা প্রদানের স্থান। অর্থাৎ ছোট ও বড় যেকোন বয়সের মুসলিম সন্তানদের ইসলাম শিক্ষা দেয়ার প্রতিষ্ঠান হলো মাদ্রাসা।

ঈদঃ মুসলমানরা একস্থানে সমবেত হয়ে নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশ্যভাবে সালাত আদায় করার নাম ঈদ। এটি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় খুশির সামাজিক অনুষ্ঠান, যা বছর ঘুরে দু'বার আসে। বছরের প্রথমটির নাম ঈদুল ফিতর যা রামাদ্বান শেষে পালিত হয়, আর অপরটির নাম ঈদুল আদ্বহা, যা হজ্বের মাসে উদ্‌যাপিত হয়।

কুরবানীঃ কুরবানীর অর্থ হলো সান্নিধ্য অর্জন। অর্থাৎ ব্যক্তির হালাল সম্পদ দ্বারা হালাল পশু কিনে ঈদুল আদহার সালাত আদায়ের পর আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে যে পশু আল্লাহর নামে জবাই করা হয়, তাকেই 'কুরবানী' বলে।

আক্বীক্বাহঃ নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিবসে হালাল পশু জবাই করে আত্বীয় ও পরিবার-পরিজনকে খাবার খাওয়ানো অথবা কাঁচা মাংস বিতরণ করাকে আক্বীক্বাহ বলে। তবে সপ্তম দিবসে অর্থবোধক নাম রাখা ও তাহনীক করাও অন্যতম সুন্নাহ আমল। জন্ম বর্ষ পালন ইসলামে নেই, আক্বীকাই হলো জন্মোৎসবের সুন্নাহ তরীকা।

খাতনাহঃ নবী ইব্রাহীম (আ:) -এর আদর্শ অনুসরণের অন্যতম অংশ হিসেবে মুসলিম ছেলেদের জন্মের কিছুদিন পর খাতনাহ করানো হয়; যা তার ইবাদতের পবিত্রতার জন্য প্রয়োজন। এটি পিতা-মাতার উপর ইসলামের অন্যতম একটি জরুরী দায়িত্ব।

হিজাবঃ শরীয়তের পরিভাষায় প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের আপাদমস্তক পরপুরুষের নযর থেকে আড়াল করে রাখাকে 'হিজাব' বা পর্দা বলে। একই সাথে পরনারীর প্রতি পুরুষদেরও লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ 'মহিলাদের সমস্ত শরীর পরপুরুষের নজর থেকে পূর্ণভাবে ঢেকে রাখা, যাতে নারী দেহের অংশ বিশেষ বা অবয়ব প্রকাশ না পায়'। যদিও নারীদের চেহারা ও হস্তদ্বয় সম্পর্কে ভিন্ন মত রয়েছে। হিজাব হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত মহিলাদের জন্মগত অধিকার। তবে হিজাবের বিধান সরাসরি সূরা আন-নূরের ৩০, ৩১ ও আহযাবের ৩৩ নং আয়াত থেকে জেনে নিতে হবে।

কয়েকজন নবী ও মনিষীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আদম (আ:): আল্লাহর অগণিত সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানবজাতির আদি পিতার নাম হচ্ছে আদম (আ:)। তিনি একাধারে প্রথম মানুষ, প্রথম নবী এবং প্রথম খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন মানুষকে পথ প্রদর্শনের জন্যে।

হাওয়া (আ:): পৃথিবীর দ্বিতীয় মানুষ হাওয়া (আ:)। মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে একাকী বসবাস করতে পারেনা, তাঁর সঙ্গীর প্রয়োজন হয় বিধায় আল্লাহ তা'য়ালা হাওয়া (আ:) কে মানবজাতির মায়ের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করে নবী আদম (আঃ)-এর একান্ত সঙ্গিনী বানিয়ে দিয়েছিলেন। সে সূত্রে তিনি মানব জাতির আদি মাতা।

ইব্রাহীম, লূত, ইসমাইল, ইয়াকুব, ইউসুফ (আ:): যখনই কোন জাতি নৈতিক ও সামাজিকভাবে অনৈক্য, ফাসাদ ও সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখনই তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ নবী বা রাসূল পাঠিয়ে থাকেন। উপরোক্ত সবাইকে আল্লাহ তাঁদের সময়ের নিজ নিজ জাতির প্রতি নবী বা রাসূল করে অর্থাৎ পথ প্রদর্শক হিসিবে পাঠিয়েছিলেন।

মূসা, হারুণ (আ:): নবী মুসা ও হারুন (আঃ) বনী ইসরাঈল তথা ইহুদী সম্প্রদায়ের নবী। উভয়ে তাদের জাতিকে হেদায়াতের পথে ডেকেছেন, তারা উল্টো অসংখ্য নবীকে হত্যা করেছে। কিন্তু সত্যের পথে এসেছে খুবই কম লোক।

বনী ইসরাঈল: নবী ইবরাহীম (আঃ)-এর নাতি ইয়াকুব (আঃ)-এর অপর নাম ইসরাইল। তাঁরই পরবর্তী বংশধরের নাম হলো 'বনী ইসরাইল'। দুনিয়া জুড়ে যত ইয়াহুদী সম্প্রদায় রয়েছে, তারাই বনী ইসরাঈল হিসেবে পরিচিত।

মারইয়াম (আ:): মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ট ও উত্তম চরিত্রের আরো কিছু মানুষ রয়েছেন, যাঁদেরকে আল্লাহ নবী বা রাসূল করেননি। কিন্তু তাঁদেরকে তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন মারিয়াম (আ:)। তিনি পূত পবিত্র মহিলা এবং যাঁর গর্ভে নবী ঈসা যার অপর নাম হচ্ছে মাসীহ (আ:)-এর জন্ম হয়েছে।

ঈসা (আ:): অন্যান্য নবী-রাসূলদের মত নবী ঈসা (আ:) কেও একইভাবে আল্লাহ তৎকালীন জাতির হেদায়েতের জন্য সুস্পষ্ট কিতাব সহকারে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নেয়ার পর সে জাতি তাদের কিতাবকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। আজকের খৃস্টান সম্প্রদায় তাঁর উম্মত। সকল মানব জাতির পথ প্রদর্শক হচ্ছেন মুহাম্মদ (স:)। তিনি সাদা-কালো সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। তাঁর পরে আর কোন রাসুল বা নবী আসবেন না।

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

এম.সি.এ'র পাঁচ দফা কর্মসূচী

১ম দফা: দ্বীনের দাওয়াত (ইসলামের ব্যাপক প্রচার)

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি (সূরা বাকারা:৩০)। প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে তা দেখানোর জন্যই আল্লাহ তা'আলা কিতাব ও কিতাবের বাহক নবী-রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। শেষ রাসূলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেছেন, ''আপনাকে আমরা মানুষ জাতির জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছি এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর স্বাক্ষীই যথেষ্ট'' (সূরা নিসা:৭৯)। অতঃপর এ দায়িত্ব গ্রহণ করে রাসূল ঘোষণা দিয়েছেন, ''হে মানুষ আমি তোমাদের সবার উপর আল্লাহর রাসূল'' (সূরা আরাফ:১৫৮)। রাসুলের পরে মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র মানব জাতির দায়িত্ব দিয়েছেন এই বলে যে, হে মানুষ! ''তোমরা সর্বোত্তম জাতি, মানুষের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব করা হয়েছে'' (সূরা আল-ইমরান:১১০)। সে হিসেবে যমীনে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি।

তবে মানুষ পরিবর্তনশীল। মানুষ শারিরীকভাবে পরিবর্তীত হয়। একজন নিষ্পাপ শিশু বালেগ হওয়ার সাথে সাথে সে শরয়ী হুকুম আহকামের আওতায় চলে আসে। তেমনি আবার একজন বৃদ্ধের বেলায় শরীয়ত পালনে অনেক ছাড় দেওয়া হয় এবং তার অবস্থার আলোকেই আখেরাতে তার সওয়াল-জওয়াব হবে। কাজেই জীবন যেমন বৈচিত্রময় তেমনি দ্বীনের দাওয়াতও হবে বৈচিত্রপূর্ণ।

মূল দাওয়াত ও তার শাখা প্রশাখা

তবে মানুষের জীবনের প্রয়োজনে দাওয়াতের বিষয়বস্তু ও দাওয়াত দানের পদ্ধতি নির্ধারিত হলেও দাওয়াতের মৌলিক বিষয় কখনো উপেক্ষিত হতে পারবেনা। অতীতের সমস্ত জাতির নিকট আল্লাহ তা'য়ালা নবী রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁরা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত আর তাগুতকে অস্বীকার করার জন্য (সূরা নাহল:৩৬) এবং এ দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছেন যে, মানুষ যেন আখেরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে, (সূরা আল-বাক্বারা ২:৪)। কাজেই তিনটি মৌলিক বিষয় তাওহীদ, রেসালত ও আখেরাতই দ্বীনি দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ যেন দুনিয়ায় সুন্দর জীবন যাপন ও আখেরাতে জান্নাত লাভ করতে পারে।

এ মৌলিক বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে দাওয়াতের শাখা-প্রশাখাও সাজাতে হবে। এর প্রধান দু'টি শাখা হচ্ছে মুসলিম দাওয়াত এবং অমুসলিম দাওয়াত। তবে স্থান কাল পাত্রভেদে দাওয়াতের বিষয়বস্তু, ধরণ ও তার অগ্রাধিকার নির্ধারিত হবে।

মুসলিম দাওয়াত

প্রেক্ষাপট: অমুসলিম সংখ্যাগুরু দেশে যেসব মুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাদের জীবনধারা মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের চেয়ে ভিন্নতর। যদিও ইন্টারনেটের কারণে মানুষের জীবনে দ্রুততম পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং সারা দুনিয়ার মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনধারা একাকার হয়ে যাচ্ছে তবুও সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে সংখ্যাগুরুর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। তাছাড়া ভার্চুয়াল জগত ও বাস্তব জগতের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের মুসলিম পরিচয়ই এখন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার বয়স যত কম তার চ্যালেঞ্জ তত কঠিন। সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এখানে জন্মগ্রহণকারী আমাদের সন্তানরা। ঘরে বাইরে দু'টি সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী জ্ঞান অর্জন এবং তাদের ব্যক্তিগত আশা আকাংখার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে অনেকেই দিশেহারা হতে চলেছে। সুতরাং বাস্তবতার আলোকে এখন প্রথম প্রজন্ম ও নতুন প্রজন্মের দাওয়াতের লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হবে।

কাজেই দু' প্রজন্মের দাওয়াত দু' ধরণে চলতে হবে। কিন্তু প্রথম প্রজন্মকেই দু'টি ধারার জন্ম দিতে হবে। আর আমাদেরকে সন্তানদের পথ হারার আশঙ্কা ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয়ের কারণে রাসুল (স:)-এর সাহাবীদের মত 'আস-সাবিকুন আল-আউওয়ালুন' এর ভূমিকা পালন করতে হবে।

অমুসলিম দাওয়াত

প্রেক্ষাপট: পাশ্চাত্যে ইসলামের ভবিষ্যত নির্ভর করে স্থানীয় অধিবাসীদের উপর। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ইতিবাচক ধারণা, ইসলামকে বরদাস্ত করার মানসিকতা এবং সর্বোপরি একটি বিরাট সংখ্যকের ইসলাম গ্রহণের উপর। আল্লাহ তা'য়ালা যদি কোন অসাধারণ অবস্থার সৃষ্টি না করেন তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় মুসলমানদের পাশ্চাত্যে সংখ্যাগুরু হওয়া সুদূর পরাহত। দেশে যে অমুসলিমদের সাথে আমাদের উঠাবসা ছিল তাদের সাথে আমাদের ভাষার একতা, অনেক সাংস্কৃতিক মিল ও ইতিহাস- ঐতিহ্যের সামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যের অমুসলিমদের সাথে তা নেই। কাজেই এখানে অমুসলিম দাওয়াতের প্রথম কাজ হচ্ছে তাদের সম্পর্কে জানা। এখানকার মানুষ, তাদের চিন্তা চেতনা, আশা-আকাংখা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। অতঃপর তাদের উপযোগী দাওয়াতের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা। যদিও পাশ্চাত্যকে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী মনে করা হয় কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা, উদার নৈতিকতা, বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদ সমাজ পরিচালনার মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছে। যদিও কার চিন্তাধারা কি তা বুঝা এক কঠিন ব্যাপার। তবুও একটি সহজ পদ্ধতি সকল মানসিকতার জন্য কার্যকরী হবে।

মুসলিম চরিত্র

একজন মুসলিমের চরিত্র যে প্রভাব বিস্তার করে তার তুলনা অন্য কিছুর সাথে হয়না। ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে প্রতিনিয়ত যে মিডিয়া আক্রমণ চলছে তার জবাব মুসলিমরা চরিত্র মাধুর্যের মাধ্যমে সফলভাবে দিতে পারে। একজন মুসলিমের আচার ব্যবহার বলে দেবে যে অপপ্রচারগুলো আসলেই মিথ্যা। এ জন্য মুসলিমদেরকে উন্নত নৈতিক রিত্র নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের সাথে মিশতে হবে।

মুসলিমের ইসলাম

দাওয়াতী কাজে সফলতা নির্ভর করে মুসলিমের নিষ্ঠা ও ইখলাসের উপর। মুসলিম বিশ্বাস করবে সে সফলতা শুধু যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল নয়। এমনকি রাসূল (স.) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, ''ভালবাসার লোককেও আপনি ইসলামের পথে আনতে পারবেন না, কারণ আল্লাহ যাকে চান তাকেই হেদায়েতের পথে নিয়ে আসেন, তবে কে সৎপথে আসবে তা তিনিই ভাল জানেন'' (আল-কুর-আন: ২৮:৫৬)। সুতরাং আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব এ দুনিয়ায় আমাদের বুদ্ধি-বিবেক খরচ করে পালন করাই আমাদের কাজ।

২য় দফা: জামায়াহ (সংঘবদ্ধ জীবন)

জামাতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব: জামাতবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা মুসলমানদের জন্য ফরয। প্রত্যেক নবী ও রাসুল তাঁদের অনুসারীদের সংঘবদ্ধ হওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন। কেননা জামাতবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন কিছুই সফলকাম হতে পারেনা। বিশেষ করে সংঘবদ্ধ জীবন ছাড়া বিচ্ছিন্ন থেকে সত্যিকারের মুসলমান হিসেবে বসবাস করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।" (সুরা আল-ইমরান-১০৪)।

জামায়াহ: জামায়াহ'র বাংলা প্রতিশব্দ হলো সংগঠন এবং এর অর্থ হলো সংঘবদ্ধ থাকা, দলবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। তাছাড়া মানুষ সামাজিক জীব, সে হিসেবে স্বভাবতই মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকতে পছন্দ করে।

সংজ্ঞা: তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর পরিপুর্ণ ও সঠিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর দ্বীনকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে মেনে চলার লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক লোকের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে জামায়াহ বা সংগঠন বলা। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন- "আর তোমরা আল্লাহর রুজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ কর; আর এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (আলে-ইমরান: ১০৩)

জামায়াতবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য:

১. আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা;
৩. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করা এবং
৪. সমাজে ইনসাফ ও আদল কায়েমের প্রচেষ্টা চালানো।

একটি আদর্শ জামায়াতের জন্য ৬টি উপাদান প্রয়োজন:

১. সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য
২. কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি
৩. সংবিধান বা গঠনতন্ত্র
৪. আদর্শ নেতা ও যোগ্য নেতৃত্ব
৫. একটি সুশৃংখল কর্মী বাহিনী এবং
৬. বায়তুল মাল বা আর্থিক তহবিল।

এমসিএ'র সংগৃহীত তহবিল যেসব কাজে ব্যবহৃত হয়ঃ

১। লিফলেট-বুকলেটসহ বিভিন্ন ধরণের দাওয়াহ সামগ্রী প্রকাশ
২। বাংলা-ইংরেজীসহ বিভিন্ন ভাষায় কুরআন ছাপিয়ে বিতরণ
৩। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় অফিস ভাড়া ও স্টাফ পরিচালনা
৪। সভা-সমাবেশ, ইসলামী মাহফিল ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন।
৫। ইয়ুথদের সময়োপযোগী বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং
৬। সকল স্তরে কুরআন ক্লাস, তাফসীর ও দারসের প্রশিক্ষণ।

এম.সি.এ যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী মুসলিমদের সংগঠন। যার মুল লক্ষ্য হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে ইসলামের শিক্ষা ও নীতি-নৈতিকতার আলোকে গড়ে উঠতে সাহায্য করা এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত সকলের কাছে পৌছিয়ে দেয়া। আলহামদুলিল্লাহ, এম.সি.এ সবাইকে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করে একটি আদর্শ সমাজ গড়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে কমিউনিটিকে সংঘবদ্ধ করার জন্য এম.সি.এ অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর ও উপশহরে এম.সি.এ এর অনেকগুলো শাখা ও উপশাখা রয়েছে; যেখানে নিয়মিত কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ণ, দারস ও পাঠচক্রের আয়োজনসহ কমিউটিনির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সময়োপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে।

প্রিয় বাংলাদেশী ভাই ও বোনেরা,

আসুন! আমরা সবাই এই দাওয়াতী কাফেলায় শরীক হই এবং ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য কাজ করি। আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলার জন্য এম.সি.এ যে সকল কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তাতে সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করি। আল্লাহ বলেন,

হে মুসলমানগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমগুলো এ পথে সুদৃঢ় করে দিবেন। সূরা মোহাম্মদ-৭।

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

৩য় দফা: তারবিয়াহ (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ)

তারবিয়াহর বাংলা অর্থ হলো 'প্রশিক্ষণ' বা কোন কিছু ভালভাবে শিখে হুবহু জীবনের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে বাস্তবে প্রয়োগ করা। যেভাবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছিলেন প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা:) তাঁর সাহাবীদের, তাঁর তারবিয়াহ পেয়ে তাঁদের জীবন দ্বীনের আলোকে গড়ে তুলেছিলেন। মানুষকে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সে লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তির জীবনে যত বৈপরীত্ব রয়েছে, তা ক্রমান্বয়ে দূরীভূত করে ইসলামের ছাঁচে ঘষে-মেজে জীবন-চরিতকে দ্বীনের আঙ্গিকে ঢেলে সাজানোই হলো ইসলামের তারবিয়াহ। আল্লাহ বলেন, 'যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম' (সূরা আশ-শামস: ৯)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁদের কাছে পাঠ করে শুনান তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেন এবং একই সাথে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন' (সূরা আস-সাফ: ২)।

তারবিয়ার মূল উদ্দেশ্য:

যমীনে আল্লাহর নিয়োজিত খলীফা হিসেবে মানুষকে গড়ে তোলাই তারবিয়ার মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে এম.সি.এ মানুষের মননে যা বদ্ধমূল করে দিতে চায়, তা একনজরে নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. সঠিক ইসলামের ধাঁচে ব্যক্তি তার নিজেকে গঠন করা
২. প্রচলিত ভুল ধারণার অপনোদন ও বিশ্বাস বা কাজে তা বর্জন করা
৩. মানব মস্তিস্ক প্রসূত চিন্তা-চেতনা যতই আকর্ষনীয় হোক, তা জীবনে চর্চা না করা
৫. মানব চরিত্রে পরিবর্তন আসছে কিনা তা পরখ করে দেখা এবং সংশোধনের প্রক্রিয়ায় নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

যুক্তরাজ্যে আমরা যারাই এম.সি. -এর অধীনে সংঘবদ্ধ হয়েছি; আমাদের চরিত্র গঠন ও বিকাশে এম.সি.এ যেসব প্রশিক্ষণমূলক কর্মসুচী হাতে নিয়েছে তা হলো:

এম.সি.এ-এর তারবিয়াহ পদ্ধতিঃ

- সহীহ করে কুরআন পড়তে সক্ষম হওয়া
- কুরআন-হাদীস ও ইসলামী বই-পুস্তক অধ্যয়ন
- হালাল রোজগার এবং হারাম বর্জনে অঙ্গীকার
- দৈনিক ৫ ওয়াক্ত সালাত জামাতে পড়া
- দৈনিক রিপোর্ট রাখা ও পর্যালোচনা করা
- পরিবারের সদস্য ও মানুষের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার
- সোস্যাল মিডিয়ার খারাপ দিক থেকে নিজ চরিত্রের হেফাযত করা
- আয়োজিত শিক্ষামূলক ক্লাসগুলোতে অংশগ্রহন
- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা
- কেন্দ্রীয় ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা।

পৃথিবীতে আদম সন্তানদের প্রেরণের মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো, আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ততা অর্জন করা। একটি দেশের সেনা বাহিনীও তার দেশের প্রতিরক্ষায়ও অবদান রাখতে পারবেনা যতক্ষন না তারা উপযুক্ত তারবিয়াহ প্রশিক্ষন পাবে।

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

আমাদের আহ্বানঃ

এম.সি.এ বৃটেনে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মুসলিম জাতির উপযোগী এমন কিছু তারবিয়াহ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে, যাতে ইউরোপের আইন-কানুনের ভিতরে থেকে মুসলমানদের আল্লাহর উপযুক্ত খলীফা হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ইউরোপ যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থ-কড়ির স্বর্গরাজ্য হিসেবে পরিচিত, তেমনি তারা কিন্তু চরিত্র এবং আখলাকের অভাবে চরমভাবে বিপর্যস্থ। ইউরোপিয়ান সভ্যতার মধ্যে যেটুকু ইসলাম বিরোধী নয়, সেটুকু ইসলামের সাথে এডজাস্ট করে তারবিয়ার গোটা কর্মসূচী ঢেলে সাজানো হয়েছে। তাই মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি আমাদের আহ্বান! আসুন ইউরোপে বসবাস করেও ইসলামের উপর সঠিকভাবে আমল করে জান্নাতুল ফিরদাউস হাসিলের অদম্য প্রচেষ্টায় আমরা এগিয়ে যাই।

আমাদের পরিবারঃ

দাওয়াতী কাজের বেলায় সর্বপ্রথম নিজেদের এবং পরিবার-পরিজনদের গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা থাকা উচিত। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: 'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' (আত-তাহরীম: ৬)।

যুক্তরাজ্যসহ গোটা ইউরোপে ইসলামের কাজে এত সহনশীল পরিবেশ অনেক মুসলিম দেশেও পাওয়া দুষ্কর। এখানে আইনের শাসন থাকায় আমরা তা ভোগ করছি। তাই তারবিয়াহ ও তাযকিয়ার মাধ্যমে এ অনুকূল পরিবেশে মুসলিম মিল্লাতের চরিত্র গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন আমাদের সবার দায়িত্ব।

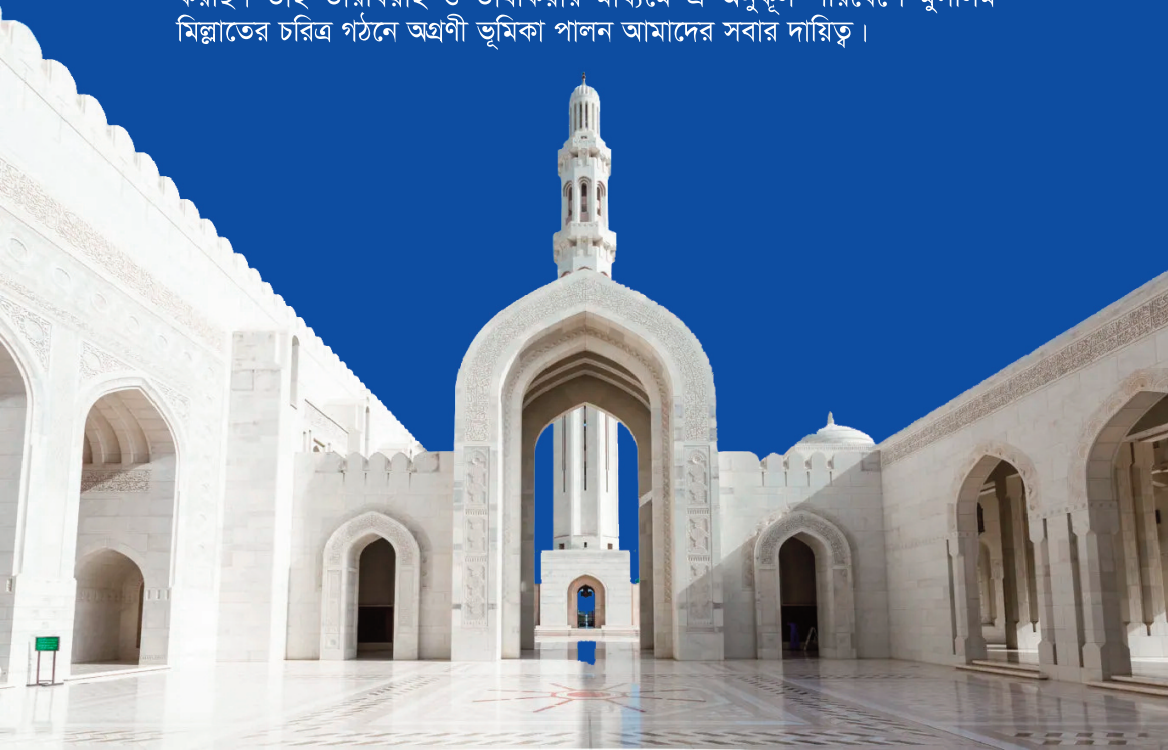

৪র্থ দফাঃ বির্ (মানবতার সেবা)

মানবসেবা ও সমাজ উন্নয়নঃ মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ) একটি ব্যাপক ভিত্তিক দাওয়াহ ও কমিউনিটি সংগঠন। তাই দাওয়াহ, সংগঠন ও আদর্শ নাগরিক তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইনসাফ কায়েম এবং সমাজের কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনকে এ সংগঠন তার নিয়মিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

সকল প্রকার নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধী নিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে একটি শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন এমসিএ-এর অন্যতম কর্মসুচী।

আল্লাহ তা'য়ালা এ কাজকে কুরআনে বির্ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এভাবে। "তোমরা (মানুষের জন্য কল্যাণমূলক) নেক কাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগীতা কর, এবং পাপ ও অন্যায় তথা মানুষের জন্য অকল্যাণকর কাজে একে অপরকে সহযোগীতা করোনা।" (সূরা মায়েদাঃ ২)।

কুরআনের উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে এম.সি.এ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী নিম্নোক্ত এ জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছেঃ

- সমাজের দরিদ্র ও অসহায়দের সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান
- কঠিন দুর্যোগকালে অসহায় ও সাহায্যপ্রার্থী মানুষের পাশে দাঁড়ানো, যেমন:
  ১. কভিড'১৯ এ দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য ও ঔষধ সামগ্রীর বিতরণ।
  ২. ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং
  ৩. বৃটেন, বাংলাদেশ ও ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর অসহায়দের জন্য রিলিফ প্রেরণ।
- লন্ডন সহ সারাদেশে স্ট্রিট পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা চালুকরণ
- মুসলিম পরিবার উন্নয়নে প্যারেন্টিং কোর্স
- অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা
- ড্রাগ আসক্তি দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
- হোমলেসদের জন্য খাদ্য ও কাপড়ের ব্যবস্থা এবং
- সকল অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে যুব সমাজকে বাঁচানো।

সামাজিক বৈষম্য ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত রাখার জন্য সমমনা সামাজিক সংগঠনের সাথে একযোগে কাজ করা। আপনাদেরকে সাথে নিয়ে এ ব্যাপারে এম.সি.এ ভবিষ্যতে আরো অনেক পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পনা করছে।

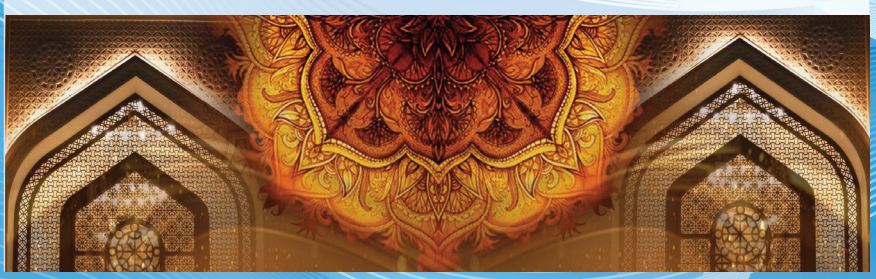

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

৫ম দফা: আ'দল (সুবিচার প্রতিষ্ঠা)

ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালানো এমসিএ'র কর্মসূচীর একটি মৌলিক দিক। তাছাড়া শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা ইসলামী জীবনাদর্শের অন্যতম লক্ষ্য। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, ''হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। তোমরা সুবিচার কর এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী।'' (সূরা মায়েদা: ৮)।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত একটি ইসলামী সংগঠন হিসেবে 'এম-সিএ' দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মানুষের স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে মহান আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার ভিত্তিতে সামাজিক সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব। এজন্য এমসিএ শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ার নিমিত্তে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেঃ

- নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।
- সমাজের সর্বস্তরে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি নযর রাখা।
- সামাজিক বৈষম্যরোধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।
- মানবিক মূল্যবোধ ও মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করা।
- মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে আন্দোলন করা।
- ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

সংগঠনে প্রচলিত পরিভাষা

ইসলামী আন্দোলনঃ অধিক নড়াচড়া করার নাম আন্দোলন। সহজ কথায়, যেখানে ইসলাম চালু নেই, সেখানে ইসলামের নিয়ম-কানূন বা প্রথা-প্রচলন চালু করার জন্য যেসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয়, তারই নাম ইসলামী আন্দোলন।

দাওয়াহ ইউনিটঃ ব্যাপক দাওয়াতী কাজ করার পর যে এলাকায় এমসিএ'র চিন্তা ও কর্মসূচীর আলোকে কিছু লোক একত্রিত করা সম্ভব হলে তাদেরকে একটি দাওয়াহ ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত করে সংগঠিত করা।

ইউনিটঃ যে এলাকায় কয়েকজন সমর্থক সহ তিনের অধিক এসোসিয়েট মেম্বার পাওয়া যাবে, তাদের নিয়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকের ব্যবস্থা করার নাম ইউনিট।

ব্রাঞ্চঃ ময়দানের কাজকে আরো পরিশীলিত করার জন্য কয়েকটি ইউনিট অথবা জোনকে নিয়ে ব্রাঞ্চ গঠিত হয়।

এসোসিয়েট মেম্বারঃ যে ব্যক্তি এমসিএ-এর
১. প্রাথমিক নিয়ম-কানূন মানতে
২. এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষন করতে
৩. সামর্থ অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য দিতে এবং
৪. মাসিক ও সাপ্তাহিক বৈঠকে যোগদান করতে রাজী হন, তিনি এর এসোসিয়েট মেম্বার হতে পারবেন।

মেম্বারঃ যারা এমসিএ-এর আদর্শ এবং নিম্ন বর্ণিত সদস্য হওয়ার সমুদয় শর্তাবলী মানতে নির্দ্বিধায় রাজী হয়, তারাই এর মেম্বার বা সদস্য হতে পারবে।

মেম্বার হওয়ার শর্তাবলীঃ
১. ইসলামের ফরয ও ওয়াজিব যথাযথভাবে পালন
২. সকল ধরণের হারাম, মিথ্যা, গীবত ও অনৈতিকতা বর্জন
৩. কুরআন-সুন্নাহ মতে জীবন গঠনে অঙ্গীকার
৪. আল্লাহর পথে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতে ঐক্যমত পোষণ এবং
৫. সংগঠনের সকল পর্যায়ে শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করতে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে শপথ গ্রহণ।

শূরাঃ সংগঠনের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বডির নাম হলো মজলিসে শূরা। সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মেম্বার ও রিজিয়ন ভিত্তিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় শূরা প্রতি দু'বছরের জন্য গঠিত হয়।

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

উপসংহার:

এমসিএ'র পরিচিতি এখানে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হলো। এ বুকলেটে আপনার মনের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে না থাকলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে আহবান জানাচ্ছি। পরিবারসহ আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করতে আপনিও এগিয়ে আসুন।

প্রাথমিক সদস্য ফরম

পূর্ণ নাম: .....

শিক্ষা: .....

মোবাইল: .....

পোস্ট কোড: .....

বয়স: .....

কাজ: .....

ইমেইল: .....

কোন্ এলাকায় বাস করেন: .....

বি: দ্র: ফরমটি পূরণ করে আপনার নিকটস্থ ইউনিট/শাখায় জমা দিন।

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

এম.সি.এ যুক্তরাজ্যস্থ গোটা বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে, আসুন! আমরা এম.সি.এ'র অধীনে সংগঠিত হয়ে ভাল মুসলিম হিসেবে নিজকে গড়ে তুলি এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামের উপর টিকিয়ে রাখার স্বার্থে একযোগে কাজ করি। এ দেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংগঠন, মসজিদ-মাদ্রাসা ও ইসলামিক সেন্টারগুলো রক্ষার কাজে সম্মিলিতভাবে কাজ করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন, আমীন।

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন

প্রকাশকাল: জুলাই ২০২৩
এম.সি.এ সেন্ট্রাল অফিস থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।